ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. III, No. 1, January 2015 AD
ইতিকথা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী
আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞশংসায়িত
বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ইতিকথা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা যান্মাসিক জার্নাল
ISSN 2320-3447 Itikotha (Print)
Vol. III, No. 1, January 2015 AD

সম্পাদকীয় ৯

**স্মরণালেখ্য**

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী চলে গেলেন ১২
অনিরুদ্ধ রায়

**বিশেষ প্রবন্ধ**

বঙ্গীয় বণিক শ্রেণীর অবক্ষয় : পুনর্চিন্তন ২০
সব্যসাচী ভট্টাচার্য

**প্রবন্ধ**

বৈদিক সংহিতায় রুদ্র, সূর্য ও সোম এবং চিকিৎসাবিদ্যা ৩৫
অয়ন ব্যানার্জ্জী

গুপ্ত যুগে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন : তাম্রশাসনের সাক্ষ্য ৪৬
শুভশ্রী বণিক

সুন্দরবনের জনবসতি : ইতিহাসে ও উপাখ্যানে ৭০
সৌমিত্র শ্রীমানী

দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের ইতিবৃত্ত : প্রসঙ্গ ইতিহাসের এক উপেক্ষিত ভূ-খণ্ড (১৭৭৯-১৮৫০) ৯৫
সুদীপ খাসনবিশ

উনিশ শতকের বাবু-সংস্কৃতি ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় অন্দরমহল ১১৫
প্রণব নস্কর

বীরচর্চায় হিন্দু লেখক : উদ্যোগ পর্ব ১৪০
করবী মিত্র

বৃক্ষ উপাসনা ও ভারতীয় উপজাতির সমাজ : একটি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা ১৫১
কুন্তলা মণ্ডল সেন

মডার্ন রিভিউতে ফ্যাসিবাদ ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশক ১৬৭
সৌম্য বোস

স্বাধীনতার সংকট : দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা প্রসঙ্গ জলপাইগুড়ি জেলা ১৯২
শ্রী সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা

**গ্রন্থ পর্যালোচনা**

বর্তমানের চোখে 'নতুন' অতীত ২২৩
সায়ন্তনী পাল

বৌদ্ধধর্ম পরিচয় ২২৭
মণিকুন্তলা হালদার দে

*ইতিকথা*, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি. [ISSN 2320-3447 *Itikotha*] পৃ.১২-১৯
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

**স্মরণালেখ্য**

# প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী চলে গেলেন

## (জন্ম : ৮ই মে ১৯২৬ - মৃত্যু : ২৬শে নভেম্বর ২০১৪)

অনিরুদ্ধ রায়*

(প্রাপ্ত : ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রি.)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম সারির ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী ২৬শে নভেম্বর ২০১৪ সালে ৮৮ বছর বয়সে তাঁর অক্সফোর্ডের (ইংল্যান্ড) বাসভবনে স্ত্রী, কন্যা ও নাতনীকে রেখে প্রয়াত হলেন। আমরা প্রথমে ওর লেখা থেকে ওঁর পূর্বপুরুষদের কথা যা বলেছেন তার একটা সারাংশ এখানে দিয়ে ওঁর জীবনী শুরু করব।

ভূষণার জমিদার সত্রাজিত রায় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় মুঘলদের অধীনে কাজ করেছিলেন। এই জমিদারিকে কাঁটাগাছিয়া বলা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুবাদার মুর্শিদ কুলী খানের সময় (মৃত্যু ১৭২৭) কাঁটাগাছিয়ার খাজনা বাকি পড়লে ওর জমিদার নানাভাবে নিগৃহীত হন। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী এঁর দেওয়ান এর পরে বন্দি হন ও পরে নানান কষ্টভোগের পরে ছাড়া পান। কাঁটাগাছিয়ার জমিদার দেওয়ানের প্রভুভক্তিতে প্রীত হয়ে জমিদার দেওয়ানের (নাম কৃষ্ণকুমার সেন) গ্রাম কীর্তিপাশা দেওয়ানের দুই ছেলের নামে (নাম রাজারাম সেন ও কাশীরাম সেন) তালুক দিলেন। রাজারামের অংশ দশ আনা ও কাশীরামের অংশ ছয় আনা। রাজারামকে বড় হিস্যার তালুকদার বলা হত। তপন রায়চৌধুরী ঐ বড় হিস্যার উত্তরপুরুষ। উনি জানাচ্ছেন যে দেওয়ানের রক্ত, বংশের উত্তরপুরুষ হলেও, ওঁর শরীরে নেই কারণ রাজারামকে ও তাঁর ছেলে প্রসন্ন সেনকে দত্তক নেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও তালুক পাবার আর একটি কাহিনি প্রচলিত ছিল বলে তপনবাবু বলেছেন। সেখানে দেওয়ান কৃষ্ণরাম কাঁটাগাছিয়ার জমিদার বা রাজাকে ঠকিয়ে আরো কয়েকটা মহাল হস্তগত করেন যার মধ্যে কীর্তিপাশা আছে। তবে এতেও দেওয়ান কৃষ্ণরাম তালুকদার এবং কাঁটাগাছিয়ার জমিদারকে খাজনা দেয়।

কোন সময়ে তালুকদার থেকে জমিদার হলেন সেটা লেখক বলেননি। আভাস পাওয়া যায় লেখকের প্র-প্রপিতামহের সময়ে সম্ভবত তা হয়েছিল। তখন জমিদার-ভবনও সম্ভবত তৈরি হয়। তবে বসতবাড়িতে দুই উত্তরপুরুষরা থাকতেন। নানারকম ঝগড়া, মামলা

* প্রফেসর (অব.), ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ক.বি.
E-mail: bisk707@gmail.com

*ইতিকথা*, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি. [ISSN 2320-3447 *Itikotha*] পৃ.২০-৩৪
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

বিশেষ প্রবন্ধ

# বঙ্গীয় বণিক শ্রেণীর অবক্ষয় : পুনর্চিন্তন

(প্রাপ্ত ১ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.)

**সব্যসাচী ভট্টাচার্য***

**সারসংক্ষেপ**

ঔপনিবেশিক বাংলার দেশীয় পুঁজির অবক্ষয় বিষয়ে ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা বর্তমান প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। মূল বিষয়গুলি হল; (ক) ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকগুলিকে সত্যই কি "অবাধ বাণিজ্য নীতি" অর্থাৎ "ফ্রি-ট্রেড" বহাল হয়েছিল, নাকি দেশীয় পুঁজিকে নানা বাধ্যবাধকতার জালে আবদ্ধ করে তার অবক্ষয় সম্পাদন করে ইংরেজ ব্যক্তিগত বণিকদের একচেটিয়া বাণিজ্য বিকশিত হয়েছিল? (খ) সেই সময়ে ধনী বাঙালিরা নিজ উদ্যমের অভাবের কারণে এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে (যেমন; জমিদারিতে অর্থ বিনিয়োগ, যৌথ পরিবারের নানা সমস্যা, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ইত্যাদি) পিছিয়ে পড়েছিল, অথবা তাদের উদ্যমের অভাব ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই দেখা গিয়েছিল? (গ) এটা কি সম্ভব যে বহুল প্রচলিত ইতিহাসে এই ব্যাপারটায় নজর দেওয়া হয়নি যে এজেন্সি হাউসগুলির ব্যবসাতে দেশীয় পুঁজির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের চাতুরী দ্বারা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে ইংরেজ বণিকদের প্রয়োজনীয় পুঁজি দেশীয় পুঁজিপতিদের কাছ থেকে কম সুদে সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল? এই ধরনের প্রশ্নগুলি জরুরি। নতুন তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে বাংলার অর্থ-ব্যবস্থার নতুন মূল্যায়ন জরুরি। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে বডলিয়ন লাইব্রেরিতে রক্ষিত তৎকালীন কলকাতার বিখ্যাত ধনকুবের জন পামারের ব্যক্তিগত নথিপত্র ও বাণিজ্য সংক্রান্ত চিঠিপত্র এবং কলকাতায় কোম্পানির শাসকবর্গের দলিল দস্তাবেজ ব্যবহার করে বর্তমান প্রবন্ধে প্রাথমিক একটি চেষ্টা করা হয়েছে।

**সূচকশব্দ**

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ, ইংরেজ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের পুঁজি, অবাধ বাণিজ্য ও একচেটিয়া বাণিজ্য, এজেন্সি হাউস, দেশীয় পুঁজির অধঃপতন, উদ্যোগ, মুৎসুদ্দী এবং জাতীয় পুঁজি

* উপাচার্য (অব.), বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
E-mail : bhattacharya.sabyasachi@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি. [ISSN 2320-3447 *Itikotha*] পৃ.৩৫-৪৫
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

প্রবন্ধ

# বৈদিক সংহিতায় রুদ্র, সূর্য ও সোম এবং চিকিৎসাবিদ্যা

(প্রাপ্ত ৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রি.; মানোন্নীত ১২ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.)

**অয়ন ব্যানার্জ্জী** *

**সারসংক্ষেপ**

আধুনিক পৃথিবীতে যুক্তিবাদী মানুষের কাছে ধর্ম ও চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবধান যতই অনতিক্রম্য হিসেবে মনে হোক না কেন প্রাক্-আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই কিন্তু আমরা ধর্মবিশ্বাস ও চিকিৎসাবিদ্যাকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত অবস্থায় দেখি। প্রাচীন ভারতবর্ষেও খুব একটা পৃথক চিত্র পাই না। বৈদিক যুগের (আ. ১৫০০-৬০০ খ্রিঃ পূঃ) চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে জানার প্রধান অবলম্বন হল বৈদিক সাহিত্য। বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থায় বিভিন্ন রোগের কারণ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাবহেতু মানুষ এগুলির জন্য বিভিন্ন দেবতাদের ও দানবদের দায়ী করত। মজার ব্যাপার হল যে, এই রোগগুলি থেকে মুক্তির জন্যেও মানুষ সর্বশক্তিমান দেবতার দ্বারস্থ হত। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে স্তুতি দ্বারা দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে তাঁরা তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা মানুষকে রোগমুক্ত করবেন। এইভাবে ইন্দ্র, বরুণ, অশ্বিনীদ্বয়, মরুৎগণ, ব্রহ্মা, অগ্নি, রুদ্র, সূর্য, সোম প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতাকে আমরা সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে বিভিন্ন রোগ হতে মুক্তিদাতা হিসেবে পাই। আর এই সমস্ত স্থানেই বহু ক্ষেত্রে বৈদিক যুগের চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাই, যেমন — বিভিন্ন রোগের নামকরণ, তার লক্ষণের (Symptoms) কিছু বর্ণনা এবং তার প্রতিকারের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ভেষজের নাম প্রভৃতি। রুদ্র, সূর্য ও সোম —বৈদিক সাহিত্যের এই তিন জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবতাকে কীভাবে বৈদিক সংহিতাগুলিতে (মূলত ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে) তৎকালীন চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত করা হয়েছে তা-ই এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

**সূচকশব্দ**

ধর্ম, চিকিৎসাবিদ্যা, বৈদিকযুগ,

* সহকারী অধ্যাপক (এফ. ডি. পি), ইতিহাস বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পি-এইচ.ডি. গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

E-mail: ayan.pottermaniac007@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি. [ISSN 2320-3447 *Itikotha*] পৃ.৪৬-৬৯
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

# গুপ্ত যুগে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন : তাম্রশাসনের সাক্ষ্য

শুভশ্রী বণিক*

(প্রাপ্ত : ১২ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি., মানোন্নীত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রি.)

**সংক্ষিপ্তসার**

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতে কুষাণ ও পরে গুপ্তদের অভ্যুত্থান ঘটে। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন যে ৩২০ খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সূত্রপাত ঘটে এবং ২৩১ বছর পর ৫৫১ খ্রিস্টাব্দে সেই সাম্রাজ্য প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে দিকচক্রবালে অস্তমিত হয়। রাজত্বের শেষ পর্যায় বিহারে গুপ্তদের আধিপত্য নস্যাৎ হওয়ার পর তাঁরা কেবলমাত্র বাংলা ও উড়িষ্যায় তাঁদের একাধিপত্য কায়েম রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গুপ্তদের মোট বারোটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসকল তাম্রলেখমালাগুলি বিশদরূপে পর্যালোচনা করলে গুপ্ত যুগে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব।

**সূচকশব্দ**

অক্ষয়নীবী ধর্ম, কোটিবর্ষ বিষয়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি, শৃঙ্গবের বীথী, আয়ুকত্যক, নগরশ্রেষ্ঠী, পুস্তপাল, করণ-কায়স্থ, উপরিক, সার্থবহ, অষ্টকুলাধিকরণ, মহত্তর, কুমারমাত্য, অধিষ্ঠান, অগ্রহার ব্যবস্থা, অধিষ্ঠানাধিকরণ, কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, প্রস্থ, পাটক, রূপক, স্বর্ণ দীনার, বরেন্দ্র সমিতি।

কোনো রাজবংশের রাজত্বকালে যখন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ধারা সমগ্র ক্ষেত্রে সমান ভাবে উন্নতি সাধন করে চরম শিখরে আরোহণ করে তখন সেই সময়কালকে 'স্বর্ণযুগ' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মৌর্যদের পর বহু রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটলেও গুপ্ত ব্যতীত অন্য কেউ তেমন ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত শাসনব্যবস্থাকে ঠিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণই হল মূল কথা, যা গুপ্তদের সময় দেখা যায়নি। তবে ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণরেখার নিরিখে অবশ্য কয়েকজন গুপ্তসম্রাট সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম

* গবেষিকা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
E-mail : subhasree.banik@gmail.com/subhasree.banik@rediffmail.com

*ইতিকথা*, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি. [ISSN 2320-3447 *Itikotha*] পৃ.৭০-৯৫
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

# সুন্দরবনের জনবসতি : ইতিহাসে ও উপাখ্যানে

(প্রাপ্ত ৮ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি.)

সৌমিত্র শ্রীমানী*

**সারসংক্ষেপ**

শুধুমাত্র নদী-খাঁড়ি, বাঘ, কুমীর নিয়েই সুন্দরবন নয়। সুন্দরবনের ইতিহাস দীর্ঘকালের। প্রাচীন গ্রীক নাবিক ও ভৌগোলিক তথা ঐতিহাসিকদের রচনাতে যেমন সুন্দরবন অঞ্চলের জনবসতির তথ্য পাওয়া যায় *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ। কিন্তু মধ্যবর্তী পর্যায়ের কোনো তথ্যই সেভাবে পাওয়া গেল না যাদের দ্বারা সুন্দরবনাঞ্চলে মানুষের বসতি নিয়ে কিছু অনুমান করা চলে। সুন্দরবনকে আবার পেলাম মুসলমান শাসনাধীন বাংলায়। এই সময় থেকে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হচ্ছিল বেশ কিছু কাব্য যেগুলি সমকালীন মনুষ্যবসতি ও তার জীবনচর্যার দর্পণস্বরূপ। কিভাবে বনের হিংস্র পশুকে বশ মানিয়ে মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করল, সে নিয়ে কবিদের কল্পনা যেমন উপহার নিয়েছে নান ঘটনার সংবাদ তেমনি ধর্মপ্রাণ কিছু ব্যক্তি ও তাঁদের অনুগামীদের উপস্থিতির তথ্যও প্রমাণ করে বেশ কিছু কাহিনিকে। এক অর্থে শুরু হয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের লড়াই। সে লড়াই এলাকা দখলের। মধ্যযুগে মানুষের বসতির বিস্তারে যেমন ধর্মীয় ব্যক্তিরা জড়িত ছিলেন তেমনি জড়িত ছিলেন আঞ্চলিক শাসকবর্গ। সেই ধারাকেই সজীব রেখেছিল বিদেশী শাসকরা। ঔপনিবেশিক শাসনকালে সুন্দরবনের জঙ্গল সাফ করে বসতির বিস্তার ঘটানোর এক যজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। দেখা গেল যে, উপাখ্যানে মধ্যযুগে মনুষ্যবসতির যে গল্প তাদেরই যেন বাস্তবিক রূপ আধুনিক পর্বে।

**সূচকশব্দ**

বনবিবি, দক্ষিণরায়, সুফি, জমিদার, গাজী

বাংলার ইতিহাসে সুন্দরবনের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। শুধুমাত্র যে পৃথিবীর এক বিস্ময় এই বাদাবনের কারণেই সুন্দরবন তার গুরুত্ব ধরে রেখেছে, তা নয়। সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য যেমন বিস্ময়কর তেমনি, বিস্ময়কর এই অঞ্চলের মনুষ্যবসতির ইতিহাস। সুন্দরবন হল পৃথিবীর এক বৃহত্তম ব-দ্বীপের অংশ যাকে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণতম প্রান্ত

* এসোসিয়েট প্রফেসর, পি.এন.দাস কলেজ, পলতা, উত্তর ২৪ পরগনা
E-mail: sreemani.soumitra@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি. [ISSN 2320-3447 *Itikotha*] পৃ. ৯৫-১১৪
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

# দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের ইতিবৃত্ত : প্রসঙ্গ ইতিহাসের এক উপেক্ষিত ভূ-খণ্ড (১৭৭৯-১৮৫০)

(প্রাপ্ত ১৭ জুলাই ২০১৪ খ্রি., মানোন্নীত ১৩ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি.)

সুদীপ খাসনবিশ*

**সারসংক্ষেপ**

উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলকে সাধারণভাবে তরাই বলে অভিহিত করা হয়। কোচবিহার, সিকিম এবং নেপাল রাজত্বের মূলস্রোত থেকে বহুদুরে অবস্থান করা বঙ্গভূখণ্ডের এই প্রান্তীয় অঞ্চলটির অধিকারকে কেন্দ্র করে উপরোক্ত তিনটি রাজশক্তি বারংবার নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছেন। যদিও ইংরেজ কোম্পানির এই অঞ্চলে আগমনের পূর্বে অঞ্চলটি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নই ছিল। সুসংহত রাজশক্তি বা রাজবংশ বা শক্তিশালী সামন্তরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেনি বলেই অঞ্চলটি প্রাচীন, মধ্য এমনকি প্রাগাধুনিক যুগেও আলোচনার পাদপ্রদীপে আসেনি। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলের ইতিহাস নিয়ে কিছু অনুপুঙ্খ রচনা লক্ষ করা গেলেও জেলার তরাই অঞ্চলের প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের কালানুক্রমিক ইতিহাস এখনও অনালোচিত ও অলিখিত। তাই তারই বা বর্তমান শিলিগুড়ি মহকুমার প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের ইতিহাস রচনাই বর্তমান নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

**সূচকশব্দ**

তরাই, মোরাঙ, কিরাতভূমি, সিকিম, নেপাল, বৈকুণ্ঠপুর, চোগিয়াল, রায়কত, গোর্খা, লিম্বুয়ান, মেচী নদী, ভুটান, দার্জিলিং, কোম্পানি

* পি.এইচ.ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email: sudiphistory@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি. [ISSN 2320-3447 *Itikotha*] পৃ.১১৫-১৩৯
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

# উনিশ শতকের বাবু-সংস্কৃতি ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় অন্দরমহল

**প্রণব নস্কর***

(প্রাপ্ত : ১০ আগস্ট; ২০১৪ খ্রি.; মানোন্নীত : ২ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রি.)

## সারসংক্ষেপ

সতেরো শতকের শেষের দিকে জোব চার্ণক কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠা করলেও বাবু-সংস্কৃতি মূলত আঠারো শতকের মধ্যভাগে গড়ে উঠতে শুরু করে। তবে এই বাবু-সংস্কৃতির চরম বিকাশ ঘটেছিল উনিশ শতকেই। পলাশী বিপর্যয়ের মাধ্যমে যখন স্বাধীনতা দ্রুত অপসৃয়মান, বিলুপ্তির পথে ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ কুটিরশিল্প এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও বহির্বাণিজ্য; তখনই এই সমাজ-অর্থনৈতিক বিচলনের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে সমাজে উদ্ভূত হয়েছিল বাবুগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি। আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রায় অনেকাংশ জুড়ে এই 'বাবু'-রা বিহার করলেন নগর কলকাতার আলো-আঁধারির আনাচে-কানাচে। ফলে এতে যেমন তাঁদের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেল, তেমনি তাঁদের অন্দরমহলের সাজ-বিন্যাসের প্রসঙ্গ সম্পর্কেও জানা গেল উনিশ শতক কিংবা তার পরবর্তী বেশ কিছু বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে। আমাদের স্বল্পায়তনিক আলোচনায় সেইসব সাহিত্য, যেগুলোর নান্দনিক বিচার হয়তো মূল্যবান নয়, কিন্তু সমাজসত্য বা সংস্কৃতির মূলকে জানার জন্য চূড়ান্ত প্রাসঙ্গিক — সেসব সাহিত্যাংশকে নির্বাচন করে 'বাবু'-দের জন্ম, শ্রেণি-চরিত্র, স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে সাহিত্যিক নিদর্শনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশে বাবুদের 'অন্দরমহল'-কে প্রকাশ করাই আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আবার কোম্পানির আমলের প্রথম পর্বে যারা হঠাৎ ধনবান হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন শুরু করেছিলেন, সেইসব upstart বাবু গোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষিত বাবুদের প্রসঙ্গও এখানে স্থান পেয়েছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন কাব্যধারার সূচনা হলেও এই শতকে 'বাবু কালচার' নিয়ে খুব বেশি কবিতা রচিত হয়নি, যেভাবে 'নক্শা' জাতীয় রচনা বা নাটক-প্রহসনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল। আমাদের আলোচনার

* গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অংশকালীন প্রভাষক, ফকিরচাঁদ কলেজ, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
E-mail : pronabn@gmail.com

*ইতিকথা*, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি. [ISSN 2320-3447 *Itikotha*] পৃ.১৪০-১৫০
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

# বীরচর্চায় হিন্দু লেখক : উদ্যোগ পর্ব

করবী মিত্র*

(প্রাপ্ত ৫ জুলাই ২০১৩ খ্রি., মানোন্নীত ২৪ অগাস্ট ২০১৩ খ্রি.)

**সারসংক্ষেপ**

এই প্রবন্ধে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা ঐতিহাসিক সাহিত্যের মধ্যে যে বীরচর্চার ধারা ছিল সেটিকে তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালির জাতীয় দৌর্বল্য তথা সর্বভারতীয় নিরিখে দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে নিন্দিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় স্বাস্থ্যচর্চা। অ্যাকাডেমিক দিক থেকে জন্ম নেয় বীরচর্চা। অবাঙালি প্রদেশগুলির বীরত্বের ইতিহাস অনুসন্ধান এবং সময়ের প্রয়োজন অনুসারে হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের ঘটনাগুলিকে বেছে নিয়ে গড়ে ওঠে এক নতুন ন্যারেটিভ। জাতীয়তাবাদের উন্মেষের একাধিক উৎসের মধ্যে এটিও একটি উৎস, কারণ এক্ষেত্রে 'যৌথ অনুস্মরণের' মধ্য দিয়ে একটি জাতির ইতিহাসকে স্মরণ করা হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে মারাঠা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠবীর ছত্রপতি শিবাজীকে আশ্রয় করে যে বিস্তৃত সাহিত্যচর্চার জোয়ার এসেছিল সে বিষয়টিকে আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে অষ্টাদশ শতকের *মহারাষ্ট্রপুরাণ*-এ নিন্দিত বর্গীরা কীভাবে উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদী প্রয়োজন মেটাতে দেশপ্রেমিকে এবং তাদের রাজা শিবাজী 'বর্গীরাজ' -এ পরিণত হয়েছিলেন।

**সূচকশব্দ**

মারাঠা, স্বাধীনতা, ইতিহাস

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা ঐতিহাসিক সাহিত্যচর্চার বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল। সাধারণভাবে এই সাহিত্যকীর্তিগুলি বীরপূজার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও এই জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, যেমন আমরা মারাঠিতে লেখা রামচন্দ্র ভিখারী গুঞ্জিকর-এর *মোচনগড়* (১৮৭১ খি.), মালয়লমে লেখা সি. ভি. রামন পিল্লাই-এর *মার্তণ্ডবর্মা* (১৮৯১ খ্রি.), হিন্দিতে লেখা কিশোরীলাল গোস্বামীর *হৃদয়হারিণী* বা *আদর্শ রমণী* (১৮৯০ খ্রি.), ওড়িয়াতে লেখা উমেশচন্দ্র সরকারের *পদ্মাবতী* (১৮৪১ খ্রি.) প্রভৃতি উপন্যাসের উল্লেখ করতে

ইতিকথা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি. [ISSN 2320-3447 *Itikotha*] পৃ.১৬৭-১৯১
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

# মডার্ন রিভিউতে ফ্যাসিবাদ ১৯২০ ও ১৯৩০ -এর দশক

সৌম্য বোস*

(প্রাপ্ত ২৭ জুলাই ২০১৩ খ্রি.; মানোন্নীত ১৮ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি.)


## সারসংক্ষেপ

১৯১৭ সালে বলশেভিক দলের রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল ও ১৯২২ সালে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট দলের ক্ষমতায় আগমন বিশ্ব ইতিহাসের দুটো দিকচিহ্ন। বিশ্বের পরাধীন জাতিগুলো বলশেভিক রাশিয়ার মতো ফ্যাসিবাদি রাষ্ট্রগুলো থেকেও প্রেরণা পেয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার ভদ্রলোক শ্রেণি নানা কারণে ব্রিটিশ শাসনের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ক্রমহ্রাসমান জীবিকার সুযোগ, লর্ড কার্জনের সময় থেকে ব্রিটিশ সরকারের ভদ্রলোক শ্রেণির প্রশাসনিক ও কাউন্সিল সংস্কারের দাবি এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সংক্রান্ত দাবি প্রভৃতি দাবির প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন, মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণিকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তারা ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় তারা এক নতুন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই অবস্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে ঝোঁকে। কিন্তু বাংলার হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির এক অংশে ফ্যাসিবাদের প্রভাব পড়ল ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রে কীভাবে ফ্যাসিবাদকে উপস্থাপিত করা হয়েছিল তা এই মূল নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।



## সূচকশব্দ

ক্যারিস্ম্যাটিক লীডার ( Charismatic leader), ভার্সাই চুক্তি, শ্রেণি সংঘর্ষ, ইহুদি বিদ্বেষ, অখিল এশীয়বাদ, হোলি ওয়ার (Holy war)


---

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ, কামারপুকুর, হুগলী
E-mail : saumya123bose@gmail.com

*ইতিকথা*, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি. [ISSN 2320-3447 *Itikotha*] পৃ.১৯২-২২২
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

# স্বাধীনতার সংকট : দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা প্রসঙ্গ জলপাইগুড়ি জেলা

শ্রী সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা *

(প্রাপ্ত ৬ই আগস্ট ২০১৪ খ্রি., সংশোধিত ৯ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি.)

**সারসংক্ষেপ**

যে কোনো পরাধীন দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন স্বাধীনতা। যে পরাধীনতার জন্য পাখি সোনার পিঞ্জরে বসেও অশ্রুপাত করে, সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বাধীনতা যখন সত্যি সত্যি আমাদের দুয়ারে করাঘাত করল, তখন আমরা মুক্তির আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে স্বাগত জানাতে পারলাম না। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট দিনটি সমগ্র দেশবাসীর কাছে দেখা দিল একই সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গ ও স্বপ্নপূরণের দিন হিসাবে। দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ আজ এক ঐতিহাসিক সত্য। যেটিকে দেশভাগ বলছি, আসলে বাস্তবে তা হল বঙ্গ, পাঞ্জাব ও আসাম ভাগ। অন্য প্রদেশ বা রাজ্য বা অঞ্চল ভাগ হয়নি। দেশভাগের কথা উঠলেই পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের হিন্দু বাঙালির অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার কথা ভেসে ওঠে। কারণ দেশভাগের কালে পূর্ববঙ্গ, পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দু বাঙালিরা যে সীমাহীন দুঃখ ও অপমানের সম্মুখীন হয়েছেন, তা পৃথিবীর আর কোনো দেশের মানুষই কোনো সময়ই হননি। দেশভাগের হাত ধরেই এসেছিল 'রিফিউজি' শব্দটি। দেশ বিভাগের প্রবলতম অভিশাপ উদ্বাস্তু সমস্যা। উদ্বাস্তু সমস্যা বলতে আমরা বুঝি প্রথমত উদ্বাস্তুদের জীবন-সমস্যা, জীবিকার সমস্যা। এককথায় তাদের আহার-বিহার-শিক্ষা-সংস্কৃতি, মানবিক অধিকার, ন্যূনতম মানবিক মর্যাদা ও মানুষ হিসাবে সামাজিক নিরাপত্তার সমস্যা। দ্বিতীয়ত, তাদের বিপুল আগমনে এদেশের সমাজনীতি ও রাজনীতিতে যে আকস্মিক পরিবর্তন, অবাঞ্ছিত চাপ ও অভূতপূর্ব বিচলন দেখা দিয়েছিল, তার মোকাবিলা করতে গিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষ ও সরকারের নিজস্ব সমস্যা। কিন্তু উদ্বাস্তুদের সমস্যাগুলির শিকড়ের সন্ধানে যাত্রা করলে আমরা পৌঁছে যাব সেই দেশবিভাগে— সেই র‍্যাড্‌ক্লিফ রোয়েদাদে। উদ্বাস্তুদের প্রধান সমস্যাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে

* পি-এইচ. ডি গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
e-mail : soumen.psaha@gmail.com

*ইতিকথা*, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি. [ISSN 2320-3447 *Itikotha*] পৃ.২২৩-২২৬
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

**গ্রন্থ পর্যালোচনা**

# বর্তমানের চোখে 'নতুন' অতীত

সায়ন্তনী পাল*

(প্রাপ্ত ৯ মার্চ, ২০১৫ খ্রি.)

ভারত ইতিহাসের প্রথম পর্ব নিয়ে সামগ্রিক আলোচনাভিত্তিক বই এর আগে আমরা হাতে পেয়েছি রোমিলা থাপার, আর.এস.শর্মা, উপিন্দর সিং প্রমুখ গবেষকদের কলম থেকে। গবেষণাধর্মী বইয়ের নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা বিষয়ের গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান চালানোর বদলে সামগ্রিক বিষয়টি এবং তার চর্চার ধারা সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করাই এখানে মূল উদ্দেশ্য। আর লেখক যদি হন ওই বিষয়ের কোনো প্রথিতযশা অধ্যাপক ও গবেষক তাহলে আলোচ্য বিষয়গুলির উপর তাঁর স্বকীয় চিন্তাধারার মণিমুক্তোও পাঠককুল আশা করতে পারেন বই কি।

রণবীর চক্রবর্তীর Exploring Early India, Upto c. A. D. 1300 বইটি হাতে পেয়েও এমনি আশা জাগে পাঠকের মনে। টেক্সটবইয়ের লেখক হিসেবে অধ্যাপক চক্রবর্তী একেবারে নতুন নন। ইতিপূর্বে ২০০৭ সালে তাঁর লেখা ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব (৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) বহু পাঠিত। তাছাড়াও তাঁর প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে বইটি আলোচ্য যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও তার চর্চার ধারা সম্পর্কে ছাত্র ও গবেষক মহলে বহুল ব্যবহৃত। জটিল বিষয়কে সহজ ও সরসভাবে উপস্থাপিত করার দুর্লভ গুণ অধ্যাপক চক্রবর্তীর করায়ত্ত।

বর্তমান বইটির প্রকাশকাল ২০১০ সাল, পরে এর পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০১৩ সালে। প্রস্তাবনা ছাড়া মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটি। অধ্যায়ের নামকরণের ক্ষেত্রে লেখক প্রচলিত ধারার অনুসারে প্রতিটি যুগের কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন, যেমন, খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০-এর ক্ষেত্রে 'India During the Days of the Vedic Corpus', ৬০০ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ অব্দি সময়কাল ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন অঞ্চলের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে, তাৎপর্যপূর্ণ, তাই এ বিষয়টিকে অধ্যায়ের নামকরণে তুলে ধরা হল। তবে এর সামান্য ব্যতিক্রম বা বলা যায় ছন্দপতন ঘটেছে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ক্ষেত্রে, যা শুধুই 'A Political,Social and Cultural Overview'। আর অধ্যায়ের শুরুতে তার সাথে যুক্ত হয়েছে 'The Epoch of the Guptas

* এ্যাসিটেন্ট প্রফেসর, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
E-mail : bisk707@gmail.com